এখনও কী কারাগারে শেখ হাসিনা ?

ভজন সরকার

আরও অনেকের মতো আমিও প্রতিবাদ করেছিলাম ‘‘কারাগারে শেখ হাসিনা : মৃত্যুও যখন ভুলে যায় মানুষ ’’ এই শিরোনামে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে প্রকাশিত ই-ম্যাগাজিনগুলোতে ছাপাও হয়েছিলো । দু’একটিতে এখনও লিংক আছে (http://www.satrong.org/content/current/Hasina_BS.pdf) আগ্রহী পাঠক পড়ে নিতে পারেন। গণতন্ত্র হত্যার সে ষড়যন্ত্র থেকে দেশ মুক্ত হয়েছে আজ । শেখ হাসিনাও কারাগারে নেই । জনগনের ভোটেই নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী এখন । কিন্তু আমার মতো আরও অসংখ্য মানুষের সে মুক্তিপাগল আকাংখা কতটুকু বাস্তবায়িত করতে পারছেন শেখ হাসিনা ।

(১) কিছু আলো

কারাগার থেকে শেখ হাসিনা মুক্ত তাও প্রায় বছর পার । ইতিমধ্যে অনেক অন্ধকার থেকে অনেক আলোর ইশারা পড়েছে বাংলাদেশের ভাগ্যাকাশে । বুক ভরে না হোক চাপা স্বস্তির নিঃশ্বাসটুকু নেবার চেষ্টা করছে মানুষ গণতন্ত্রের খোলা হাওয়ায় । বারবার ভাগ্যবিড়ম্বিতা শেখের বেটি এখন ক্ষমতায় । সেও তো মাস ছয়েক তো হলোই । এর মধ্যে সাহসিকতার সাথে যোগ্যতার প্রমানও দিয়েছেন অনেক ক্ষেত্রেই । বি, ডি, আর- সৈনিকদের ক্ষোভের রক্তাক্ত বহিঃপ্রকাশ পরবর্তী পরিস্থিতি মোকাবেলা শেখ হাসিনাকে গণতন্ত্রের অতন্দ্র অধিনায়কোচিতার ভূমিকায় অধিষ্ঠিত করে দিয়েছে । সেই সাথে সেনা বাহিনীর সাথে গণতান্ত্রিক সরকার কাঠামোর যে অশুভ সম্পর্ক এতকাল চলে আসছিলো বাংলাদেশে ,সেই মসৃন সূঁতোও মজবুত হয়েছে শেখ হাসিনার দৃ ঢ়তাতেই । কেননা, পঁচাত্তর পরবর্তী বাংলাদেশে গণতন্ত্রের ঠুনকো কাঠামোতে সেনাবাহিনী এতদিন ভুলেই বসেছিলো যে, তারা গণতান্ত্রিক সরকার কাঠামোর অধিনস্ত একটি প্রতিষ্ঠান -যার চালিকাশক্তি জনগণের নির্বাচিত সরকার প্রধানের হাতে । এই বারই শেখ হাসিনা কড়া শাসনে সে বিচ্ছিন্ন লাগাম শক্ত হাতে নিয়ন্ত্রন করলেন ।

এখন বাকি যে কাজ সেটা পূনর্গঠনের । শুধু বি, ডি, আর, নয় –সেনা বাহিনীকেও ঢেলে সাজাতে হবে । নানাবিধ আধুনিকায়নের মাধ্যমে সেনাবাহিনীর মানসিকতাতেও আনতে হবে আমূল পরিবর্তন । একটু সুস্থ মস্তিস্কে ভেবে দেখুন তো, সভ্য পৃথিবীর কোথায় একজন সেনাবাহিনীর অফিসার তার অধিনস্ত সৈনিকদের এবং সেই সাথে বেসামরিক মানুষদের এতো অমর্যাদার চোখে দেখে থাকে । যা হয় বাংলাদেশে । এ সামন্ত মনোভাব থেকে বেরিয়ে আসতেই হবে । আত্মশুদ্বি আর আত্মসমালোচনাই প্রকৃত সমস্যা থেকে উত্তরনের একমাত্র উপায় । আজ যা বি, ডি, আর,-এ যা হলো তার বীজ তো সেনাবাহিনী রোপনই শুধু করে নি , বরং পরিচর্যা করে আসছে ১৫ই আগষ্ট,১৯৭৫ সাল থেকে । বহু বেদনায় আহত শেখ হাসিনা সেই সেনাবাহিনীকেই পরম মমতায় আপন করে নিয়েছেন । অসম সাহসিকতা আর চরম ধৈর্যের সাথে সেনাবাহিনীর বিশৃংখল অপেশাদার কিছু অফিসারকে মোকাবেলা করেছেন । এখন সময় এসেছে শৃংখলার রশি শক্ত হাতে টেনে ধরার । আশা করি শেখ হাসিনা সেটা করবেন । মইন -মতিনের কারাগার থেকে বেড়িয়ে এসে কিছুতেই আপোষ করবেন না সেই গোষ্ঠীর সাথেই । কেননা, গণতন্ত্রের সুদৃ ঢ় কাঠামোর নিপুন স্থপতি শেখ হাসিনাই ।

(২) কিছু অন্ধকার

১৯৯৬ থেকে ২০০১ অসংখ্য ভাল কাজের পরেও অনেক কিছুই হয়েছে যা কিছুতেই গণতান্ত্রিক ছিল না । সে শিক্ষা থেকে সরে আসা মানেই গণতন্ত্রের চরম ব্যর্থতা । অথচ চরম বেদনায় দেখা যায় ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে অনেক কিছুই যা কাঙ্খিত নয় ।

বিগত মাসেই নওগাঁ জেলার পরশা উপজেলার খতিবপুরের প্রায় ৭৫টি আদিবাসী সাঁওতাল পরিবারকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া হয়েছে তাদের ভিটে মাটি থেকে। আমাদের দেশে এটা প্রচলিত ,অত্যাচারী সব সময় ক্ষমতাসীন দলের আর নির্যাতিত মানুষ সব বিরোধী শিবিরের । এই ধারণা প্রশাসনের সব ক্ষেত্রেই সুপরিকল্পিতভাবে ছড়িয়ে দেয়া হয় । আদিবাসীদের ক্ষেত্রেও সেটাই করা হয়েছে । ফলে পুলিশ প্রশাসন নির্বিকার । কয়েক শত মানুষের বাড়ি-ঘর জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে, নারী-শিশু নির্যাতনের শিকার হয়েছে । জানি না শেখ হাসিনার কান অবধি খবর পৌঁছেছে কিনা ? কিন্তু প্রতিকার কিংবা অপরাধী ধরা হয়েছে কিনা জানা যায় নি সে খবর । আশাহত নির্বিকার আমাদের রাজনৈতিক -সামাজিক সংগঠনগুলোও । মিডিয়াগুলোতেও প্রচার খুবই সীমিত । বাংলাদেশের চরম অবহেলিত হতদরিদ্র এই মানুষগুলোর পেছনে সহানুভূতির হাত বাড়িয়ে দেয়ার মতো তেমন কেউ নেই । তাদের পূনর্বাসনে সরকার কিংবা শেখ হাসিনাকে অনুরোধ করার মতোও নেই কোন প্রভাবশালী মানুষ ।

জানি না কোন অচলায়তনের ভেতর শেখ হাসিনা আবার বন্দি হয়ে পড়েছেন । মইন - মতিন-ফকরুদ্দিনের কারাগার নয় এবার ক্ষমতার চার দেয়ালের কারাগার থেকে মুক্ত হতে শেখ হাসিনাকে উদ্যোগী হতে হবে নিজ থেকেই ।

।। জুলাই ১১ ,২০০৯ । ।। sarkerbk@yahoo.com